বিএনপি কোনো আন্তর্জাতিক বলয়ের অনুসারী নয়: সালাহউদ্দিন আহমদ

সংগৃহীত ছবি

বিএনপি কোনো গোষ্ঠীনির্ভর রাজনীতি করে না, বরং দেশের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়—এমন মন্তব্য করেছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেন, জাতীয় স্বার্থে রাজনৈতিক মতভেদ ভুলে সবাইকে একত্রে বসার পরিবেশ তৈরি করতে চায় বিএনপি। একইসঙ্গে তিনি সরকারের ব্যর্থতা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেন। সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে সুষ্ঠু নির্বাচনের আশাবাদ ব্যক্ত করেন এই সিনিয়র নেতা।

“বিএনপি কোনো আন্তর্জাতিক বলয়ের অংশ নয়—না দক্ষিণমুখী, না উত্তরমুখী। আমরা কেবলমাত্র বাংলাদেশ ও এ দেশের জনগণের স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে রাজনীতি করি”—বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) দুপুরে গুলশানে নিজ বাসভবনে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় এমন মন্তব্য করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ।

তিনি বলেন, “গণমানুষের দল হিসেবে বিএনপি রাজনৈতিক মতভেদ সত্ত্বেও জাতীয় স্বার্থে সব দলকে একই টেবিলে আনতে চায়। এজন্য আমরা সকল পক্ষের সঙ্গে সংলাপ চালিয়ে যাচ্ছি।”

সরকারের কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রশ্ন তুলে সালাহউদ্দিন বলেন, “জনগণ সরকারের কাছ থেকে অনেক বেশি প্রত্যাশা করেছিল। নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও কিছু সাফল্য থাকলেও, সময়মতো কার্যকর সিদ্ধান্ত না নেওয়ার কারণে বহু সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় যেসব পদক্ষেপ জরুরি ছিল, তা নিতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে।”

নির্বাচন কমিশনকে পাঠানো চিঠিকে তিনি বিগত এক বছরের ‘সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ উদ্যোগ’ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, “এই চিঠির মাধ্যমে জাতীয় জীবনে একটি গতি এসেছে। বিএনপি এই উদ্যোগকে স্বাগত জানায়। বিচার ও সংস্কারের কিছু অগ্রগতি হয়েছে, যা আমাদের আশাবাদী করে তুলেছে।”

সালাহউদ্দিন আহমদ আরও বলেন, “সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য আইনি কাঠামো দ্রুত প্রস্তুত হওয়া দরকার। যদিও বর্তমান পুলিশের কাঠামো হঠাৎ করে বদলানো সম্ভব নয়, তবে নির্বাচন পরিচালনায় সেনাবাহিনীর ভূমিকা প্রধান হওয়া উচিত।”

তার ভাষায়, “জনগণ আজ স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন চায়। এমন বাস্তবতায় জনগণ ও প্রার্থীদের ইতিবাচক মানসিকতার কারণে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা অনেকটাই সহায়ক হবে।”

জোট প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বিএনপির এই নেতা জানান, “তফসিল ঘোষণার আগ পর্যন্ত সমমনা যে কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জোট গঠন সম্ভব। তবে এখনো এ বিষয়ে চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।”